বদ্দীপুরের বৃষ্টি

 নাহিদাল আরজিন

বদ্দীপুর আমার প্রাণের জায়গা

সেথায় মেলে কচি প্রাণের ছোঁয়া।

বর্ষাকাল এলে প্রাণের জাগে সংশয়

এই বুঝি গেল সব তলিয়ে

বৃষ্টির পানিতে সব ছাপিয়ে।

ছোট্ট ছোট্ট শিশু গুলো কেমনে আসে স্কুলে।

বড় শিশুরাই তাই হাবুডুবু খায় কোমর পানিতে।

তবুও ছাড় নাই স্কুলেতে যাওয়া চাই।

বদ্দীপুরে বৃষ্টি হলে সবাই পায় ভয়

মোরা শিক্ষক মোদের তো আর নিস্তার নাই।

যতই আসুক বৃষ্টি, যাক সব তলিয়ে

রোজ মোরা স্কুলেতে যাই সব কিছু দাপিয়ে।

বছর গেল বছর এলো

তবুও হয় না সমাধান

পানি নিষ্কাশনের আবেদন।

নেতা যায় নেতা আসে

শুধু আশ্বাসই বিশ্বাস হয়ে থাকে!

কবে মিলবে পরিত্রাণ

তিন মাসের মোদের জলাবদ্ধতার

 অবসান!